দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

বোর্ডের পরীক্ষা ॥ ইহার পরও কেন নকল হইতেছে

রেজানুর রহমান ॥ এত আবেদন-নিবেদন হুঁশিয়ারি সংকেত ইহার পরও কি পরিস্থিতির উন্নতি হইবে না? নকল করিয়া পরীক্ষা দিয়া ডিগ্রী অর্জন করিলে এই ডিগ্রী

বোর্ডের পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কোন কাজে আসিবে না। ইহা জানার পরও কেন পরীক্ষার্থীরা নকল করিতেছে? এইচএসসি পরীক্ষার প্রথমদিনে সারাদেশে নকলের মহোৎসব দেখিয়া কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এই অবস্থা চলিতে থাকিলে বোর্ডের পরীক্ষার আদৌ কি প্রয়োজন রহিয়াছে। বৃহস্পতিবার এইচএসসি পরীক্ষার প্রথমদিনে বর্ষণসিক্ত আবহাওয়া সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন স্থানে নকল সরবরাহকারীদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ হইয়াছে। নকল প্রতিরোধ করিতে গিয়া অনেক স্থানে পরীক্ষক, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হইয়াছেন। কোথাও কোথাও নকল সরবরাহকারীরা এতটাই সংগঠিত ছিল যে, তাহাদের দমন করিতে পুলিশ কর্মকর্তারাও সাহস পান নাই। কোথাও নকল সরবরাহকারীদের ব্যস্ততা দেখিয়া মনে হইয়াছে তাহারা দেশের প্রয়োজনে কোন সৎ কাজে নামিয়া পড়িয়াছেন। নকল সরবরাহকারীদের দৌরাত্ম্য এবং নকলবাজদের অসহিষ্ণু গতিবিধির কারণে সবচাইতে বিপাকে পড়িয়াছে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা।

বোর্ডের পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন বোর্ড ব্যাপক প্রচারণা চালাইতেছে। ইহার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় হইতেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলা হইতেছে, কেন্দ্র চাহিলে নকল প্রতিরোধ করিতে হইবে। নকলের কুফল সম্পর্কে বলা হইতেছে, পরীক্ষায় নকল করা ঘৃণ্য কাজ। আপনার সন্তানকে পরীক্ষায় নকল করা হইতে বিরত রাখিতে সক্রিয় হউন। ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য দেশকে বাসযোগ্য করিয়া গড়িয়া তোলার স্বার্থে পরীক্ষায় দুর্নীতি প্রতিহত করুন। পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলা হইতেছে, নকল করিয়া বহিষ্কৃত হইলে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। ইহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। পরীক্ষায় নকলকারী সমাজে ঘৃণ্য ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়। নকল করিয়া পরীক্ষা পাসের দুর্বলতা আজীবন বহিয়া বেড়াইতে হয়। শিক্ষকদের উদ্দেশে বলা হইতেছে, পরিদর্শক হিসাবে নকলে সহায়তা প্রদান করিলে বহিষ্কৃত হইতে পারেন। বেতন-ভাতাদি বন্ধ হইতে পারে, চাকুরীচ্যুত হইতে পারেন। নকলে সহায়তা প্রদানকারীদের উদ্দেশে বলা হইতেছে, পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহ করিলে বা নকলে সহায়তা প্রদান করিলে কারাদন্ড অথবা অর্থদন্ড কিংবা উভয়বিধ দন্ড হইতে পারে। বোর্ডের পক্ষ হইতে এত হুঁশিয়ারি সংকেত প্রদান করার পরও পরীক্ষায় নকল প্রবণতা দূর হইতেছে না। খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে বোর্ডের এই ঘোষণা কাগজেই থাকিয়া যাইতেছে। নকল সরবরাহের দায়ে কেহ গ্রেফতার হইলে বিভিন্ন মহলের চাপে ছাড়া পাইতেছে। শিক্ষক বহিষ্কার হওয়ার পর তাহার পক্ষ হইতেও বিভিন্ন মহল হইতে চাপ দেওয়া হইতেছে। সকল মহলেরই একই বক্তব্য, মানবিক বিবেচনায় এইবারের মত মাফ করিয়া দিন। অপরাধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও মাফ করিতে গিয়া অপরাধের পরিধি দিনে-দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় সারাদেশে প্রায়